রেল বার্তা

বন্যার কারণে বন্ধ থাকার পর ফের উত্তরবঙ্গগামী আরও ট্রেনের যাত্রা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : শুধু সুখবর নয়, পুজোর মরশুমে যাত্রীদের স্বস্তিও দিল উত্তরবঙ্গগামী আরও ট্রেনের যাত্রা শুরুর খবর। বন্যার কারণে ট্র্যাক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বেশ কিছুদিন বাতিল ছিল এইসব ট্রেন। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ যেসব ট্রেনগুলি ফের যাত্রা শুরু করতে চলেছে, তাদের দিনক্ষণ জানিয়েছেন:—

১) ১৩১৪৯ আপ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার জংশন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ২০/০৯/২০১৭ থেকে ফের যাত্রা শুরু করবে।

২) ১৩১৫০ ডাউন আলিপুরদুয়ার জংশন-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ২১/০৯/২০১৭ থেকে যাত্রা শুরু করবে।

৩) ১২৩৪৩ আপ শিয়ালদহ-নিউ জলপাইগুড়ি দার্জিলিং মেল ২০/০৯/২০১৭ থেকে ফের যাত্রা শুরু করবে।

৪) ১২৩৪৪ ডাউন নিউ জলপাইগুড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল ২১/০৯/২০১৭ থেকে ফের যাত্রা শুরু করবে।

৫) ১২৩৭৭ আপ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস ২০/০৯/২০১৭ থেকে ফের যাত্রা শুরু করবে।

৬) ১২৩৭৮ ডাউন নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস ২০/০৯/২০১৭ থেকে ফের যাত্রা শুরু করবে।

৭) ১২৩৪৫ আপ হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস ১৭/০৯/২০১৭ থেকে ফের যাত্রা শুরু করবে।

৮) ১২৩৪৬ ডাউন গুয়াহাটি-হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস ১৬/০৯/২০১৭ থেকে ফের যাত্রা শুরু করবে।

প্রসঙ্গত, ১৫৯৫৯ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস, ১৩১৪৫ কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস এবং ১৫৬৫৭/২৫৬৫৭/১৫৬৫৯ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলি ইতিমধ্যেই হাওড়া/কলকাতা/শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আগের মতোই চলাচল শুরু করেছে।

উত্তর প্রদেশে গো-রক্ষা নিয়ে ভণ্ডামি, গোশালার অবস্থা কসাইখানার থেকেও খারাপ

বারওয়ার, ১৩ সেপ্টেম্বর : নেই কোনও বাজেট, নেই কর্মী, গোখাদ্য ভুষি অথবা কোনওরকম পরিকাঠামো। অথচ বাইরে দিব্যি প্রচার চলছে উত্তর প্রদেশই দেশের একমাত্র রাজ্য, যেখানে গরুকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সরকারি পরিচালিত গোশালা রয়েছে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায় গোশালায় রাখা গরুগুলিকে দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন। কসাইখানায় যাওয়ার হাত থেকে যাদের বাঁচানোর জন্য এত চেষ্টা তাদের অবস্থা কসাইখানার গরুর থেকে মোটেই ভাল নয়।

কারও কারও মতে, মেশিন ছাড়া এই গোশালাগুলি কসাইখানার মতোই। কয়েকবছর আগেই ৪০ লক্ষ টাকা গোশালার জন্য ধার্য হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত একটি পয়সাও পায়নি। সমাজবাদী সরকারের আমলে গোশালাটি তৈরি হয়। এখন বিজেপি সরকার এসেও তার কোনও উন্নতি তো হয়নি, বরং আরও অর্থকষ্টে ভুগতে শুরু করেছে।

সম্প্রতি লখিমপুর শহরে ১৭ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু হয় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো গরুর গুঁতো খেয়ে। তারপরই রাস্তা থেকে গরুগুলিকে ধরে গোশালায় ঢোকানোর কাজ শুরু হয়। এ ব্যাপারে পুরোপুরি মদত দেয় প্রশাসন। কারণ উত্তর প্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আদ্যন্ত গরুপ্রেমিক মানুষ। এখন রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো যে কোনও গরু এবং ষাঁড়দের ধরে এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে গোশালায়। দুর্ঘটনা কমাতেই এই ব্যবস্থা। সেইসঙ্গে আশা, গোশালায় আনলে গরুগুলি ভাল থাকবে।

লখিমপুর জেলা জুড়ে প্রায় সব শহরেই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য গরু ও ষাঁড়। কখনও তারা মানুষকে গুঁতো মারে, কখনও তাদের কারণে গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। এই ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষকে এই অসহায় পরিস্থিতি থেকে রক্ষার জন্যই তৈরি হয় গোশালা।

মুখ্যমন্ত্রী পশুপ্রেমী হলেও গোশালা নাকি গত কয়েকবছরে একটি পয়সাও পায়নি। রাজ্য সরকারের তরফে পয়সা দেওয়ার কোনও লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যের প্রাণী দফতরের অফিসার দাবি করেছেন, গোশালার কর্মীরা নিজেদের পয়সায় গোখাদ্য ভুষি নিয়ে আসেন। গত মাসেই ৭ ট্রলি ভুসি কেনা হয়েছে। গোশালার ম্যানেজার সুরেন্দ্র পাল নিজেই দিয়েছেন ৩ ট্রলি ভুষির দাম তাঁর নিজের বেতন থেকে। বাকিগুলির দাম দেওয়া হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি, বিভিন্ন মন্দির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির কর্মীদের সাহায্য থেকে।

রাজ্যে রাজ্যে গো-মাংস নিয়ে সরব বিজেপি কর্মীরা। গো-মাতাকে রক্ষা করতে বিভিন্ন রাজ্যে আইন প্রণয়ন করে মাংস খাওয়া বন্ধ করা হয়েছে। অথচ এই রাজ্যে গো-রক্ষার নামে চলছে প্রহসন বলে অভিযোগ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি কর্মী। তাঁর দাবি, গোশালায় কোনও গরুর যদি অসুখে অথবা অনাহারে যদি মৃত্যু হয়, তবে সরকার এবং সাধারণ মানুষ দু'তরফেরই রোষের মুখে পড়তে হবে গোশালা কর্মীদের। অথচ গরুর খাবার যে দিনের পর দিন কিনতে পারেন না তাঁরা, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। তাই সরকার অথবা কোনও এনজিও অথবা কোনও ব্যক্তি এখন রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো গরু বা ষাঁড়কে গোশালায় তারা করজোড়ে না পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছেন।

শুধু লখিমপুর নয়, সীতাপুর এবং হরিদ্বারের গোশালাতেও একই অবস্থা। তবে লখিমপুরে গরুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হওয়ায় পরিস্থিতিও সবচেয়ে খারাপ। পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে মনে করা হচ্ছে জমি সংক্রান্ত বিবাদে। যে জমিতে গোশালা তৈরি হয়েছে, সেই জমি বন দফতরের। সেই কারণে বন দফতরের ঠিকাদাররা ওই জমিতে আর বেশিদিন গোশালা চালাতে দিতে রাজি নন।

সম্প্রতি ভাওরাহারার বিজেপি সাংসদ রেখা ভার্মা পথচারী গরুদের নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাকে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, গোখাদ্য সমস্যার সমাধান করতে না পারলে তাঁর আনা গরু গোশালায় ঢোকানো যাবে না। ঝাঁসি থেকে আনা ১৫টি গরুকে প্রায় একই কায়দায় ফেরত পাঠানো হয়েছে।

নয়ডা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ মণিপুরী যুবক

নয়াদিল্লি/ইম্ফল, ১৩ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মানুষকে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে রাজধানীতে। এক শ্রেণির মানুষ এই হেনস্থার সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে আশ্বাস দেওয়ার পর কিছুদিন বন্ধ ছিল এ ধরনের ঘটনা। কিন্তু মিউজিক্যাল কনসার্ট দেখতে এসে ফের রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হল ২২ বছরের এক মণিপুরী যুবক। সম্প্রতি, নয়ডায় জনপ্রিয় ব্যান্ড 'দ্য চেন স্মোকার'-এর মিউজিক্যাল কনসার্ট ছিল। ৭ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কনসার্ট চলে। ততক্ষণ সে হলেই ছিল। মাঝরাতে যানবাহনের অসুবিধা থাকায় সে দিল্লিতে তার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে যায়। প্রভিশ চানাম নামে এই যুবককে পরদিন থেকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করেছেন রবিকান্ত চানাম।

৮ সেপ্টেম্বর প্রভিশ নিখোঁজ হন। নয়ডায় গৌতমবুদ্ধ নগর জেলার নলেজ পার্ক থানায় তার দাদা ৯ সেপ্টেম্বর একটি মিসিং ডায়েরি করেন। পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, গৌতমবুদ্ধ নগর থানার এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, হলের প্রবেশপথে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তিকে প্রায় এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছেন অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলা। ওই ব্যক্তি প্রভিশ হতে পারেন, কিন্তু মহিলা কে, সে সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশের তরফে আরও বলা হয়েছে, রবিকান্তের বিবৃতি অনুযায়ী, প্রভিশকে শেষ দেখা গিয়েছিল, ৮ সেপ্টেম্বর রাত ৯.৩০টা নাগাদ। সে সময় সঙ্গে ছিল তার বন্ধুরা। তারপর থেকেই তার আর খোঁজ মেলেনি। এদিকে রাজধানী দিল্লির নর্থ-ইস্ট সেল গত ১১ সেপ্টেম্বর আরও একটি অভিযোগ থানায় দায়ের করেছে। দিল্লির নর্থ-ইস্ট সেলের নোডাল অফিসার জানিয়েছেন, যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে, সেই অঞ্চলটি তাদের পরিসীমার মধ্যে নয়। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে এর আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একাধিক তরুণ-তরুণীকে হয় খুন নয় নিগ্রহ করা হয়েছে। এ নিয়ে ব্যাপক হইচই শুরু হওয়ার পর ইদানিং সামান্য কমেছিল সেই ঘটনা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপর রাজধানীর কিছু বিশেষ মানুষের ক্ষোভের কারণেই বার বার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে ধারণা পুলিশের।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে ৫ বছর পরে ফিরল এনএসইউআই

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : 'আয়ে, আয়ে এনএসইউআই', চিৎকারে কান পাতা দায় হচ্ছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পাঁচ বছর পর ফিরল ন্যাশনাল স্টুডেন্ট'স ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। বিজেপির ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কাছ থেকে তারা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। এনএসইউআই জিতেছে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে। অন্যদিকে এবিভিপি জিতেছে সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পদে। প্রথম দিকে ভোটগণনার সময় তারা চারটি পদে এগিয়েছিল। কিন্তু গণনা যত এগিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে তারা ততই পিছিয়ে পড়েছে।

বোলপুর স্টেশনে গীতাঞ্জলি রেল মিউজিয়াম

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ববন্দিত কবি-দার্শনিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার প্রকাশ গীতাঞ্জলি রেল মিউজিয়াম। পূর্ব রেলের উদ্যোগে বোলপুর (শান্তিনিকেতন) স্টেশনের ঠিক সামনেই গড়ে উঠেছে এই রেল মিউজিয়ম। দোতলা এই মিউজিয়ামটি রাজ্যের অন্যতম চিত্রকলা মিউজিয়াম হিসেবে পরিচিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে উত্তরায়ন কমপ্লেক্সে উদয়ন ভবনে প্রায় ১৮৩০ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে এই রেল মিউজিয়াম। প্রতিদিন সকাল ৯টায় দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় মিউজিয়াম। খোলা থাকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ফের খোলা হয় দুপুর ২.৩০তে। বন্ধ হয় বিকেল ৫টায়। শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্য সব বিভাগের মতোই বুধবারও বন্ধ থাকে এই রেল মিউজিয়ম। এই মিউজিয়াম দেখার জন্য দর্শনার্থীদের কোনও প্রবেশমূল্য লাগে না।

মিউজিয়ামের একতলায় রেলের সেলুন কারটি রাখা হয়েছে। এই সেলুন কারে চেপেই অসুস্থ কবিগুরু শেষবারের মতো বোলপুর স্টেশন থেকে কলকাতা আসেন। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে চিরকালের মতো শান্তিনিকেতন আশ্রম ছেড়ে চলে আসেন তিনি। কয়েকদিন পরেই ৭ আগস্ট কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই মহান কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পূর্ব রেল সেই সেলুন কারটিকে সংরক্ষণ করে আসছে। এছাড়া একটি এলিভেটেড গ্যালারিতে সাজানো হয়েছে নানারকম জিনিস। একতলায় সেলুন কারটির পাশাপাশি সাদা-কালো কবির ৩৫টি ছবি রয়েছে। এইসব ছবিতে তাঁর নানা মুড ধরা পড়েছে। এছাড়া রয়েছে তাঁর লেখা কবিতা ও উপন্যাসের ফ্রেমবন্দি ৪৮টি রাইট আপ। এছাড়া ১৮৬৩ সালে ভুবনডাঙার জমি কেনার পর তিনটি ট্রাস্ট ডিড তৈরি হয়েছিল। এই জমিতেই পরে তৈরি হয় বিশ্বভারতী। সেই ট্রাস্ট ডিডগুলির প্রতিলিপিও রাখা হয়েছে মিউজিয়মে।

মিউজিয়ামের প্রথম তলে রয়েছে আরও ১৫৩টি কবির বিরল ফটোগ্রাফ। শান্তিনিকেতনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছিলেন। এইসব ছবি তাঁদের সঙ্গে তোলা। এছাড়া শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম ব্যাচের শিক্ষকদের ছবি এবং কবির বিদেশ সফরের একাধিক ছবিও জায়গা পেয়েছে সেখানে। অবশ্যই এইসব ছবির শুধু ঐতিহাসিক নয়, পুরাতাত্ত্বিক মূল্যও রয়েছে।

কবির ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে রেল মন্ত্রক এই মহান কবি ও দার্শনিককে শ্রদ্ধা জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে বোলপুর স্টেশনের ঠিক বাইরে মিউজয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ২০১২ সালের আগস্ট মাসে মিউজিয়ামটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। কবি গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাই এই স্টেশনের নামকরণ করা হয় গীতাঞ্জলি। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে গীতাঞ্জলিরও ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে।

স্কুলগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে মানেকা ও প্রকাশ জাভড়েকরের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার মান যেভাবে দিনের পর দিন কমছে, তাতে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের নারী ও শিশু বিকাশ দফতরের মন্ত্রী মানেকা গান্ধি বুধবার এ নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের সঙ্গে।

এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ন্যাশনাল কমিশন অফ প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ট ট্রেনিং ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। দুই মন্ত্রী স্কুলগুলিতে নিরাপত্তার মান যেভাবে কমে আসছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে স্কুলগুলিতে বেশকিছু নির্দেশিকা ও প্রোটোকল নিশ্চিত করতে বলেন, যাতে শিশুরা যে কোনও ধরনের শারীরিক নিগ্রহ ও মানসিক অত্যাচার থেকে সুরক্ষা পায়। গুরুগ্রামের রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ৭ বছরের ছাত্র প্রদ্যুম্ন ঠাকুরকে গলার নলি কেটে হত্যা করা হয়। স্কুলে পৌঁছনোর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই তার মৃত্যুর খবর পৌঁছে দেওয়া হয় বাড়িতে। এ নিয়ে স্কুলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন অভিভাবকরা। তারা নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সিবিআই তদন্তও চেয়েছেন।

গুরুগ্রামের ঘটনাটির ঠিক পরদিনই দিল্লির টেগোর গার্লস স্কুলের পাঁচ বছরের একটি ছাত্রীকে ক্লাসের মধ্যেই ধর্ষণ করে ওই স্কুলেরই পিয়ন। দু'টি ঘটনাতেই তীব্র হতাশা প্রকাশ করেছেন শিশুদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন যে মানুষটি সেই নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী। সত্যার্থী ভারত যাত্রায় বেরিয়েছেন শিশুদের উন্নয়নের জন্য। তিরুবনন্তপুরম থেকে এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সত্যার্থী বলেছেন, স্কুলগুলি আর শিশুদের জন্য নিরাপদ নয়। দু'টি ঘটনাতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ায় নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় সরকার। মানেকা টেলিফোনে জাভড়েকরের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এরপরই তিনি নাকি প্রতিটি স্কুলবাসের চালক ও কন্ডাকটরদের সঙ্গে মহিলাদের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করেন। এছাড়া স্কুলের অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে কড়া নিয়ম পালনের উপরও জোর দেন তিনি।

সরকারি বাসে সওয়ার পায়রা, বিপাকে কন্ডাকটর

চেন্নাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : তামিলনাড়ুতে এক অদ্ভুত ঘটনায় বিপাকে পড়েছেন বাসের কন্ডাকটর। ওই কন্টাকটরের কাছে লিখিত জবাবদিহি চেয়েছেন তামিলনাড়ু স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কর্তারা। গত শুক্রবার এই ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গেছে, তামিলনাড়ুর হারুর শহর থেকে প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম ইল্লাভাডিতে যাওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। বাসটিতে ছিলেন ৮০ জন যাত্রী। মাঝপথে কর্পোরেশন ইন্সপেক্টররা গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা শুরু করেন। সেই সময় এক ইন্সপেক্টরের চোখে পড়ে, এক মদ্যপ যাত্রী হাতে একটি পায়রা নিয়ে বসে আছেন। ওই ব্যক্তি নাকি নিজের খেয়ালখুশিমতো পায়রাটির সঙ্গে কথা বলছেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, কোনও যাত্রী যদি পশু-পাখি বাসে নিয়ে যান তবে অবশ্যই তাকে টিকিট কাটতে হবে। একথা মাথায় রেখেই ইন্সপেক্টর কন্ডাকটরের কাছে এই পায়রাটির টিকিট কাটা হয়েছেন কি না, জানতে চান। কন্ডাকটরও জানান, তিনি যখন টিকিট কাটেন, তখন ওই ব্যক্তির কাছে পায়রাটি ছিল না। কিন্তু স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের ইন্সপেক্টর একথা শুনতে নারাজ। তিনি কোনও কথাই শুনতে চাননি। শেষ পর্যন্ত কন্ডাকটরের বিরুদ্ধে মেমো জারি করেন। তামিলনাড়ু স্টেট কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই কন্ডাকটর যদি নিয়ম ভেঙে থাকেন, তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফলে বিপাকে পড়েছেন কন্ডাকটর। তিনি বার বার বলছেন, টিকিট কাটার সময় ওই মদ্যপ যাত্রীর কাছে কোনও পায়রা ছিল না। তবে কি ঝুলি থেকে বেড়াল বের করার মতো, ওই মদ্যপ যাত্রীও ঝুলি থেকে পায়রাটিকে বের করেছিলেন?

শিক্ষকের মার খেয়ে বাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপ, জখম ছাত্র

হায়দরাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর : বেঞ্চে এক ছাত্রীর নামে অপমানজনক কথা লেখায় কলেজের সহ অধ্যক্ষ ও অন্য দুই শিক্ষকের মারের জেরে অপমানিত হয়ে বাড়ির পাঁচতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিল এক কলেজ ছাত্র। গুরুতর জখম হয়ে এখন সে হাসপাতালে ভর্তি।

ওই ছাত্রের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সংবিধানের ৩২৪ ধারায় কলেজের সহ অধ্যক্ষ ও অন্য দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। হায়দরাবাদের মিরপেট থানার একটি বেসরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির এই ছাত্র। মিরপেট থানার ওসি এন রঙ্গস্বামী জানিয়েছেন, ওই ছাত্র কলেজের বেঞ্চে এক ছাত্রীর নামে অপমানজনক কথা লিখেছিল। সেই লেখা দেখে তাকে সহ-অধ্যক্ষের ঘরে নিয়ে গিয়ে মারধর করেন দুই শিক্ষক।

ছাত্রটিকে তার বাবা-মা'কে কলেজে নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। ছাত্রটি বাড়ি গিয়ে বাবাকে জানান, কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ও দুই শিক্ষক তাকে মেরেছে। তাই সে জীবন শেষ করে দেবে। বাবা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দৌড়ে ছাদে চলে যায় ওই ছাত্র। তারপরই সেখান থেকে লাফ দেয়। সৌভাগ্যবশত প্রাণে বেঁচে গেলেও গুরুতর জখম হয়েছে সে। তার একটি পা-ও ভেঙে গেছে।

তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ বাবা-মাকে ডেকে পাঠানোয় ছাত্রটি ভয় পায়। তার ভয় হয় ওই ছাত্রীর নামে খারাপ কথা লেখার কথা জানতে পারলে বাবা তাকে বকবেন। তাই বাবাকে জানিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছাদে উঠে যায় ছাত্রটি। আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

কেরলের যাজকের জন্য কোনও মুক্তিপণ দেওয়া হয়নি: সিং

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ সেপ্টেম্বর : কেরলের ক্যাথলিক যাজক টম উঝানেল্লি'র মুক্তির জন্য কোনও পণ দেয়নি সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং বুধবার স্পষ্ট একথা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই যাজককে আইএস জঙ্গিরা গত বছর মার্চে অ্যাডেন থেকে অপহরণ করে। তাঁকে মঙ্গলবার ওমানের রাজধানী মাসকটে আনা হয়। সেখান থেকে তিনি ভ্যাটিকানে পৌঁছেছেন বলে চার্চের মুখপাত্র দাবি করেছেন। সিং বুধবার সাংবাদিকদের স্পষ্ট জানান, মুক্তিপণ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। কারণ ওমান প্রথম থেকেই এই যাজকের মুক্তির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল। সরাসরি উদ্যোগে কাজ না হওয়ায় ঘুরপথে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই ঘুরপথে ব্যবস্থা বলতে মুক্তিপণ কি না, জানতে চান সাংবাদিকরা। তখনই বিদেশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারত কোনও মুক্তিপণ দেয়নি টমের মুক্তির জন্য। তিনি শীঘ্র ভারতে ফিরবেন বলেও আশপ্রকাশ করেন সিং।

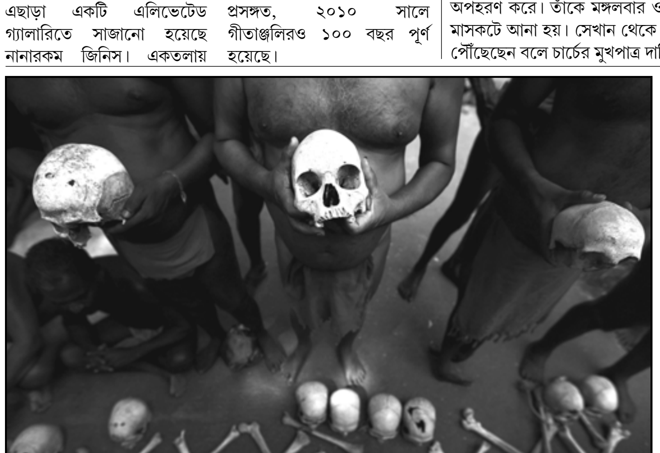

দিল্লিতে এক প্রতিবাদ সভায় এই নর করোটিগুলি তুলে ধরে তামিলনাড়ুর কৃষকরা দাবি করেন, এইসব মাথার খুলি ও শরীরের হাড়গোড় ফসলের দাম বাড়ানো ও শস্যবিমার দাবিতে আত্মাহুতি দেওয়া কৃষকদের।

ভিভিআইপি চপার কেলেঙ্কারিতে চার্জশিট ইডি'র

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ভিভিআইপি চপার কেলেঙ্কারিতে চার্জশিট দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ৩৬০০ কোটি টাকার এই অর্থ নয়ছয় কেলেঙ্কারির ঘটনায় দুবাইয়ের দু'টি ফার্ম ও কোম্পানির এক মহিলা ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। দিল্লির একটি আদালতে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক অরবিন্দ কুমারের আদালতে এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়া হয়। চার্জশিট জমা দিয়ে ইডি'র তরফে দাবি করা হয়, দুবাইয়ে মেসার্স ইউএইচওয়াই সাক্সেনা এবং মেসার্স ম্যাট্রিক্স হোল্ডিংসের সক্রিয় ডিরেক্টর শিবানী সাক্সেনা। তিনি এই অর্থ নয়ছয়ের ঘটনার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে জড়িত। সেই কারণে দু'টি কোম্পানির বিরুদ্ধেই জমা দেওয়া চার্জশিটে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের একাধিক ধারায় অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন ভারতীয় বায়ুসেনার প্রধান এস পি ত্যাগীর বিরুদ্ধে দিল্লির একটি আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। ভিভিআইপি চপার চুক্তিতে ঘুস দেওয়া-নেওয়া বিষয়ে ত্যাগী সহ আরও ৯ জনের যোগাযোগ ছিল বলে জানতে পেরেছে সিবিআই। ত্যাগীর পাশাপাশি সিবিআই অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল জে এস গুজরাল সহ আরও ৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে। সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক অরবিন্দ কুমারের আদালতে চার্জশিট জমা পড়েছে। প্রসঙ্গত, ত্যাগী ২০০৭ সালে ভারতীয় বায়ুসেনা থেকে অবসর নেন। কিন্তু তাঁর তুতো ভাই সঞ্জীব এবং আইনজীবী গৌতম খৈতানকেও সিবিআই এই মামলার সূত্রে গত বছর ৯ ডিসেম্বর গ্রেফতার করে।

চলতি বছরে বদ্রীনাথে ৭.৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী

দেরাদুন, ১৩ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরে অর্থাৎ ২০১৭ সালে ভারত তো বটেই, এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বদ্রীনাথ দর্শনে এসেছে ৭.৫ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী। উত্তরাখণ্ডের এই পবিত্র হিন্দু মন্দিরটিতে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার ফলেই গত দু'তিনটি বছর তীর্থযাত্রীরা সেভাবে বদ্রীনাথ দর্শনে যেতে পারেননি। এবার তাই বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রীর ঢল নেমেছে বদ্রীনাথে। তিন বছর আগে অর্থাৎ ২০১৪ সালে হড়পা বানের দাপটে চার ধামগামী হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়। নিখোঁজ হন শত শত তীর্থযাত্রী। ২০১৩ সালে ৯.২৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী এই পবিত্র মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন। টেম্পল ট্রাস্টের পরিচালকরা জানিয়েছেন, ৬ মে থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বদ্রীনাথ মন্দির ভক্তদের জন্য খোলা থাকবে। তারপর আসে শীত। এই সময় বদ্রীনাথের পুজো হয় যোশীমঠের মন্দিরে। চলতি বছরে, দান, প্রণামী ও অন্যান্য খাত থেকে বদ্রীনাথ মন্দিরের আয় হয়েছে ১১.৫০ কোটি টাকা।

বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী অপরাধী দাউদ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : আন্ডারওয়ার্ল্ডের ডন দাউদ ইব্রাহিম ভারতে মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধীদের তালিকায় একেবারে প্রথমেই রয়েছে। কিন্তু দুবাইবাসী (কোনও কোনও মতে ইসলামাবাদের বাসিন্দা) এই ডন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। কলম্বিয়ার ড্রাগ লর্ড পাবলো এসকোবারের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ডন দাউদ ইব্রাহিম। জনপ্রিয় একটি ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডে দাবি করা হয়েছে, এই গ্যাংস্টারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। কারণ ব্রিটেনে সে একাধিক সম্পতির মালিক, যার মূল্য ৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের ধারণা, মাঝে মাঝে দুবাইয়ে গিয়ে থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে সে পাকিস্তানে রয়েছে। সেখানে আত্মগোপন করে থাকলেও পাক সরকার সবই জানে। কিন্তু ভারত যখন তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেছে, তখনই অস্বীকার করেছে ইসলামাবাদ। বিশেষ করে, ১৯৯৩-য়ে মুম্বই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ মামলায় মূল ষড়যন্ত্রী হিসেবে তাকে দায়ী করেছে ভারত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান তাকে ভারতের হাতে তুলে দেয়নি।

এই গ্যাং লর্ড পরিচালনা করে 'ডি কোম্পানি' যা আসলে অতি দক্ষ একটি ক্রাইম সিন্ডিকেট। মুম্বইয়ের এক সাধারণ পুলিশ কর্মীর ছেলে থেকে দাউদ কীভাবে বিশ্বের অপরাধ সাম্রাজ্যের প্রধান হয়ে উঠল তাও এক কাহিনি। বস্তুত, পাঁচটি উপমহাদেশের ১৬টি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে তার অপরাধ সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডের মতে, অপরাধ জগতে দাউদ ইব্রাহিম পরিচিত 'দ্য ডন' নামে। ব্রিটেনের অর্থ দফতরে আর্থিক অপরাধীদের যে তালিকা রয়েছে, সেখানে একেবারে জ্বলজ্বল করছে তার নামটি। এই তালিকাটি গত মাসে আপডেট করা হয়েছে।

২০১৫ সালে ভারতীয় গোয়েন্দারা মিডল্যান্ডে দৌড়েছিলেন দাউদকে ধরার জন্য। কিন্তু ধরা পড়েনি সে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনে দাউদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। জানা গেছে, ভারতে এক বিলিয়নের বিশাল পাইরেসি বাজারের ৭০ শতাংশের দখল রয়েছে এই ডনের হাতে। বলিউডের প্রযোজকদের কাছ থেকে বহু টাকা ইতিমধ্যে তিনি আদায় করে নিয়েছেন। তবে তার অর্থের বেশিটাই নাকি আসে অবৈধ ব্যবসার সুদ থেকে। এইসব ব্যবসার মধ্যে রয়েছে জঙ্গিদের জন্য তহবিল গঠন, মাদক পাচার এবং প্রতি আক্রমণ।